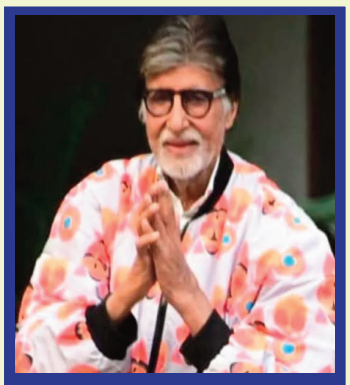
Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 09-11-2026 21:12 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

২২ কার্তিক ।। ১৪৩৩।। সোমবার ৯ নভেম্বর ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৬২৭ সংখ্যা ।। ৮পাতা



জোড়া হুমকি, অসুস্থতার মাঝেই বুলেটপ্রুফ ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে দর্শন দিলেন অমিতাভ

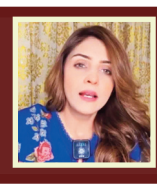


যুদ্ধ থামাতে পুরোদমে প্রস্তুত ভারত', ফোনে জেলেনস্কিকে আশ্বস্ত করলেনী মোদি

চিনের ৪০ তলা বহুতলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড! মৃত অন্তত ১৪ জন, আশঙ্কাজনক বহু



বাড়িতেই জনপ্রিয় পাক টিভি অ্যাঙ্কারকে গুলি করে খুন! রাওয়ালপিন্ডিতে হুলস্থুল কাণ্ড



৫০০ ও ২০০০-এর নোট অবিলম্বে বাতিল হোক, দুর্নীতি রুখতে দাবি অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রীর





মমতার বাড়িতে দিল্লি পুলিশ

১৩ বছর পুরনো মামলায় নোটিস

কালীপুজোর ঠিক পরের দিন অর্থাৎ সোমবার দুপুরে কালীঘাটে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে হাজির হলেন দিল্লি পুলিশের আধিকারিক। জানা যাচ্ছে, ১৩ বছরের পুরনো একটি মামলায় তাঁকে সাক্ষী হিসেবে তলব করেছে পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানা। জানা গিয়েছে, সোমবার বিকেলে হঠাৎই কালীঘাট থানার আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে পৌঁছয় দিল্লি পুলিশ। পুরনো একটি মামলায় সাক্ষী হিসেবে তলব করে তাঁকে নোটিস দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, মামলাটি ২০১৩ সালের। সরকারি কাজে বাধা, আধিকারিকদের উপর আক্রমণ-সহ একাধিক ধারার উল্লেখ রয়েছে নোটিসে। মামলাটি হয়েছিল পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায়। জানা যাচ্ছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময় মতো, তাঁর সাক্ষ্য নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে দিল্লি পুলিশ। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ১৩ বছরের পুরনো মামলায় হঠাৎ এই পুলিশি হানার নেপথ্যে ষড়যন্ত্রের গন্ধও পাচ্ছেন অনেকেই। এবিষয়ে বিজেপির মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার বলেন, এতদিন কেন ডাকা হয়নি, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। তবে সেই উত্তর দিল্লি পুলিশ দেবে। ওদের তো আলাদতে নিশ্চয়ই জানাতে হবে। দিল্লির মামলা হওয়ায় এ নিয়ে আর কিছুই বলতে রাজি হননি তিনি। উল্লেখ্য, পালাবদলের পর গত কয়েকমাসে কালীঘাটে মমতার দুয়ারে কখনও হাজির হয়েছে পুলিশ, কখনও সিবিআই। একাধিক মামলায় জর্জরিত হয়ে পড়েছেন তিনি। যার বেশিরভাগই বিজেপির চক্রান্ত বলে দাবি।

মঙ্গলেই মমতার পাড়ার কালীপুজোয় শুভেন্দু!

ক্ষতিগ্রস্ত মৃৎশিল্পীদের দেবেন আর্থিক সাহায্য

নয়া জামানা ঃ গত কয়েকদিন আগেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালনকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠেছিল কালীঘাট রোড অর্থাৎ পটুয়াপাড়া। ঘটনার ঠিক তিনদিনের মাথায় মঙ্গলবার কালীঘাটের হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট যাবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। যা কিনা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির গলি। জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় একাধিক কালী পুজো হচ্ছে। সেখান থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে খবর। আর তা রাখতেই মঙ্গলবার হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে মুখ্যমন্ত্রী যাবেন বলে খবর। শুধু তাই নয়, যাওয়ার কথা রয়েছে কালীঘাট রোড অর্থাৎ পটুয়াপাড়াতেও। লক্ষ্য ওই এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত মৃৎশিল্পী এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়ানো।কারণ গত শুক্রবার রাতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালনকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। চলে তাণ্ডব। অভিযোগ, ঘটনায় পটুয়াপাড়ার একাধিক মৃৎশিল্পী ক্ষতিগ্রস্ত হন। নষ্ট হয় একাধিক মূর্তি এবং কাজের বিভিন্ন সামগ্রী। এমনকী পুজোর সামগ্রী যারা বিক্রি করছিলেন, তাঁদেরও ক্ষতির মুখে পড়তে হয় বলে অভিযোগ। যা নিয়ে শনিবার সকাল থেকে দফায় দফায় খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান ব্যবসায়ীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ময়দানে নামতে হয় খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, ঘটনার পরেই এই বিষয়ে ভবানীপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী



শুভেন্দু অধিকারীর দ্বারস্থ হন পটুয়াপাড়ার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা। ওই এলাকায় থাকা মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানান।জানা যায়, সেই খবর কানে যাওয়া মাত্র পদক্ষেপের নির্দেশ দেন শুভেন্দু অধিকারী। এমনকী নিজে ঘটনাস্থলে যাবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন বলে সূত্রের খবর। সেই মতো মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কালীঘাট রোডে থাকা পটুয়াপাড়া মুখ্যমন্ত্রী যাবেন বলে জানা যাচ্ছে। সেখানে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি আর্থিক সাহায্য তিনি তুলে দিতে পারেন বলে সূত্রের খবর। এমনকী এলাকার নিরাপত্তা এবং তদন্তের বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গেও মুখ্যমন্ত্রী কথা বলতে পারেন বলে খবর। বলে রাখা প্রয়োজন, শুক্রবার রাতের ঘটনায় পুলিশ-প্রশাসন যে জিরো টলারেন্সের পথে হাঁটবে, তা এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করে তিনি বলেন, আমি কারও নামে অভিযোগ করব না। হিরো করতে চাই না। পুলিশকে চড় মারলে কিংবা উদ্যত হলে, চোখ দেখালে, মারতে গেলে কিংবা হুমকি দিলে যে ধারায় মামলায় হওয়া উচিৎ, সেই ধারাতে সবার বিরুদ্ধে মামলা হওয়া উচিৎ। শুধু তাই নয়, এই প্রসঙ্গে পুলিশমন্ত্রী তথা রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের স্পষ্ট বার্তা, পুলিশ আহত হয়েছে। শারীরিক পরীক্ষাও করা হয়েছে। সরকারি কাজে বাধাদানের ভিডিয়ো দেখে দেখে যাঁদের নামে মামলা করার ছিল তা করেছে। ঘটনায় চার্জশিট হবে, কাস্টডি ট্রায়ালও হবে। কাউকে ছাড়া হবে না।

প্রধানমন্ত্রীর মিথ্যায় জওয়ানরা বিভ্রান্ত হননি

মোদির 'দিমাগি নকশাল' মন্তব্যে তোপ রাহুলের

রবিবার 'দিমাগি নকশাল' নিয়ে সতর্কবার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, সশস্ত্র নকশালদের নির্মূল করা গেলেও, বিভিন্ন সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ এখন দিমাগি নকশালদের হাতে চলে গিয়েছে। আজও তারা সংবিধান ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে মানুষকে উসকে দিচ্ছে।মাওবাদী মুক্ত ছত্তিশগড়ের বস্তারে দাঁড়িয়ে রবিবার জওয়ানদের সঙ্গে দীপাবলি উদযাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বাম সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় সুর চড়ান তিনি। একইসঙ্গে এদিন প্রধানমন্ত্রীর মুখে ফের উঠে আসে 'দিমাগি নকশাল' তত্ত্ব। তার পরিপ্রেক্ষিতেই সোমবার মোদিকে কটাক্ষ ছুড়ে দিলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর মিথ্যায় জওয়ানরা বিভ্রান্ত হননি।দ একইসঙ্গে, কে প্রকৃত দেশবিরোধী এবং কারা বিদেশি শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত , সেই বিষয়ে বিতর্কে যোগ দেওয়ারও আহ্বানও জানিয়েছেন মোদিকে।সোমবার রাহুল সিআরপিএফ জওয়ানদের উদ্দেশে একটি বার্তা দেন। বলেন, তআপনাদের মুখ দেখে সবই বোঝা যাচ্ছিল। আপনারা প্রধানমন্ত্রীর মিথ্যা কথাগুলি বিশ্বাস করেননি। তিনি আমাদের নকশাল বলেছেন। আমার চ্যালেঞ্জ রইল , কে দেশবিরোধী আর কে বিদেশি শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তা নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে বিতর্কে বসুন। যে কোনও সময়, যেকোনও স্থানে। আমার বিশ্বাস, তারপর প্রধানমন্ত্রীর আর কোনও জওয়ানের সামনে দাঁড়ানোর সাহস





থাকবে না।দ তবে লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে পালটা জবাব দিতে ছাড়েনি গেরুয়া শিবির।বিজেপি মুখপাত্র তুহিন সিনহা বলেন, ১৯৮৭ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে নকশাল হামলায় সিআরপিএফ-এর ৭১৯ জন জওয়ান প্রাণ হারিয়েছেন। এর মধ্যে ২০১০ সালের ৬ এপ্রিল , মাত্র এক রাতেই প্রাণ হারিয়েছিলেন ৭৪ জন জওয়ান। অথচ গত এক বছরে এই মৃত্যুর সংখ্যা শূন্যে নেমে এসেছে।দ তিনি উল্লেখ করেন, গত এক বছরে কোনও সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যু হয়নি। তাঁর প্রশ্ন, নিহত জওয়ানদের পরিবারের শোকের কথা কি রাহুল ভেবে দেখেছেন? তুহিনের অভিযোগ, পূর্ববর্তী কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার এর জন্য দায়ী।প্রসঙ্গত, রবিবার 'দিমাগি নকশাল' নিয়ে সতর্কবার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, সশস্ত্র নকশালদের নির্মূল করা গেলেও, বিভিন্ন সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ এখন দিমাগি নকশালদের হাতে চলে গিয়েছে। আজও তারা সংবিধান ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে মানুষকে উসকে দিচ্ছে।

এই আদর্শগত নকশালরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নানা সংগঠনে অনুপ্রবেশ করেছে। আমাদের এদের চিহ্নিত করতে হবে, পরাজিত করতে হবে এবং দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 09-11-2026 21:12 Page 2

সাফল্যের নিশান ওড়াচ্ছে

কচিকাচা ইসলামিক কিন্ডার গার্টেন

মানস দাস ।। নয়া জামানা ।। মালদা

মালদা জেলার কালিয়াচকের দক্ষিণ লক্ষ্মীপুর গ্রাম। এক দশক আগেও যেখানে মানসম্মত ও নৈতিক শিক্ষার মেলবন্ধন ঘটানো ছিল এক বড় চ্যালেঞ্জ আজ সেখানেই ফুটে উঠেছে শিক্ষার নতুন আলো।এই পরিবর্তনের মূল কারিগর ‘কচিকাচা ইসলামিক কিন্ডার গার্টেন’।২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি আজ আর কেবল চারটি দেয়ালের একটি বিদ্যালয় নয়, এটি হয়ে উঠেছে সমগ্র এলাকার শিশুদের স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ গড়ার কারিগর।



আনিকুল ইসলাম
সম্পাদক

কালিয়াচকের বুকে এক আলোর দিশারি

মালদা জেলার কালিয়াচকের দক্ষিণ লক্ষ্মীপুর গ্রাম। এক দশক আগেও যেখানে মানসম্মত ও নৈতিক শিক্ষার মেলবন্ধন ঘটানো ছিল এক বড় চ্যালেঞ্জ আজ সেখানেই ফুটে উঠেছে শিক্ষার নতুন আলো।এই পরিবর্তনের মূল কারিগর ‘কচিকাচা ইসলামিক কিন্ডার গার্টেন’।২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি আজ আর কেবল চারটি দেয়ালের একটি বিদ্যালয় নয়, এটি হয়ে উঠেছে সমগ্র এলাকার শিশুদের স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ গড়ার কারিগর।

এক টুকরো স্বপ্ন ও কঠিন লড়াইয়ের সূচনা

একটি মহৎ স্বপ্নের পেছনে থাকে কয়েকজন স্বপ্নদ্রষ্টার নিরলস প্রচেষ্টা।২০১৪ সালে মাত্র ১৭ জন ছোট্ট শিক্ষার্থী ও ৩ জন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সঙ্গে নিয়ে শুরু হয়েছিল এই প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রা। প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আনিকুল ইসলাম,মো. নাজমুল হক,আব্দুর রহমান খান,হায়দার আলী ও মোসাম্মদ ফুলসারা খাতুনের হাত ধরে যে ক্ষুদ্র চারাগাছটি রোপিত হয়েছিল তা আজ ডালপালা মেলে এক বিশালাকার মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

শতাধিক অভিভাবকের ভরসা ও আধুনিক পরিকাঠামো

এক দশকের ব্যবধানে এই স্কুলের রূপান্তর যেকোনো শিক্ষাবিদকে অবাক করবে। সূচনার সেই ১৭ জন থেকে শিক্ষার্থী সংখ্যা আজ ৫০০ ছাড়িয়ে গেছে !শিক্ষার্থীদের নিবিড় যত্ন ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে বর্তমানে নিয়োজিত রয়েছেন ৩৮ জন অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ২ জন সহায়ক কর্মী। নার্সারি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পঠন-পাঠনের পাশাপাশি সুদূর থেকে আসা শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে ৫০ আসনের নিরাপদ আবাসিক ব্যবস্থা।এছাড়াও শিক্ষার্থীদের নিরাপদ যাতায়াতের জন্য যুক্ত করা হয়েছে নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা।

দ্বীনি ও দুনিয়াবি শিক্ষার এক অপূর্ব মেলবন্ধন

এই বিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে নৈতিক ও দ্বীনি শিক্ষার চমৎকার সামঞ্জস্য। প্রধান শিক্ষক মো.নাজমুল হকের যোগ্য নেতৃত্বে এখানকার পাঠদান পদ্ধতি অত্যন্ত শিশুবান্ধব ও কার্যকর। শিক্ষার্থীদের শুধু বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ না রেখে তাদের সৎ, নম্র ও চরিত্রবান মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই এই প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক লক্ষ্য।

রাজ্যস্তরে সাফল্যের জয়জয়কার

এখানকার শিক্ষার্থীদের সাফল্যের গল্প ছড়িয়ে পড়েছে রাজ্যজুড়ে।রাজ্যস্তরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক ও বৃত্তি পরীক্ষায় কচিকাচার ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের মেধার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখছে।প্রতি বছর মর্যাদাপূর্ণ









‘আল-আমিন মিশন’-এর ভর্তি পরীক্ষায় এখানকার শিক্ষার্থীরা কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছে, ১৪ জন শিক্ষার্থী এতে সুযোগ পেয়ে বিদ্যালয়ের সুনাম বয়ে এনেছে।এছাড়াও বিজ্ঞান মঞ্চের মেধা অন্বেষণ পরীক্ষায় প্রতি বছরই এখানকার শিক্ষার্থীরা নিজেদের মেধার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করছে। নাসিরুদ্দিন ইসলাম, মাহির তানজির,জাইরিন তাসনিন, মাহবুব ও ফারহান আলীর মতো মেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা চমৎকার ফলাফল করে অঞ্চলজুড়ে নজর কেড়েছে।

প্রযুক্তির হাত ধরে আগামীর প্রস্তুতি

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আধুনিক শিক্ষায় নিজেদের সমৃদ্ধ করতে পিছপা নয় এই প্রতিষ্ঠান।শিক্ষার্থীদের গাণিতিক মেধা ও বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধির জন্য দ্রুতই যুক্ত হতে চলেছে আধুনিক ‘অ্যাবাকাস’ শিক্ষা।পাশাপাশি ডিজিটাল যুগে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তাকে আরও জোরদার করতে শিগগিরই চালু হতে যাচ্ছে ‘স্মার্ট ক্লাস’ ব্যবস্থা।

একটি সোনালী আগামীর প্রত্যয়

গ্রামের মেধা যেন সঠিক দিকনির্দেশনার অভাবে হারিয়ে না যায়,সেই ব্রত নিয়েই এগিয়ে চলেছে কচিকাচা ইসলামিক কিন্ডার গার্টেন।শিক্ষক, অভিভাবক ও পরিচালনা পর্ষদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানটি আজ এক সফলতার উদাহরণ।আগামী দিনে এখান থেকে উঠে আসা শিক্ষার্থীরাই সমাজ ও দেশের আলোকবর্তিকা হয়ে উঠবে-এমনটাই বিশ্বাস কালিয়াচকবাসীর।



Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 09-11-2026 21:12 Page 3

আদালত অবমাননায় পিছু হটল এসএসসি !

হাই কোর্টের নির্দেশে চাকরি ফিরল ৭৯ শিক্ষকের



নয়া জামানা ঃ আদালত অবমাননার মামলায় শেষ পর্যন্ত পিছু হটতে হল স্কুল সার্ভিস কমিশনকে। কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশ মেনে ৭৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল এসএসসি। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর অবশেষে চাকরি ফিরে পাওয়ার পথে ৭৯ জন। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের নির্দেশের পরেও কমিশন পদক্ষেপ না করায় শুরু হয়েছিল আদালত অবমাননার মামলা। সেই মামলায় আদালতের রোষের মুখে পড়ে ছ'সপ্তাহের মধ্যে চূড়ান্ত নিয়োগের আশ্বাস দিয়েছিল এসএসসি। অবশেষে সেই আশ্বাস মেনেই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।আইনজীবী আশীস কুমার চৌধুরী আদালতে দাবি করেন ,তাঁরা প্রত্যেকেই যোগ্য শিক্ষক। ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আপার প্রাইমারি, নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ; তিনটি স্তরেই অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা। প্রতিটি নিয়োগ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত মেধাতালিকাতেও তাঁদের নাম ছিল। কিন্তু নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশের নিয়োগ প্রক্রিয়া আগে সম্পন্ন হওয়ায় ওই দুই স্তরে শিক্ষক হিসেবে কাজে যোগ দেন তাঁরা। ফলে আপার প্রাইমারির কাউন্সেলিংয়ে আর অংশ নেওয়া হয়নি তাঁদের। এর পরেই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি বাতিল হয়। সেই তালিকায় বাদ পড়েন এই ৭৯ জনও। যদিও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আগের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যোগ্য এবং যাঁদের বিরুদ্ধে কোনও অনিয়মের অভিযোগ নেই, তাঁদের পুরনো চাকরিতে ফিরে যাওয়ার সুযোগের কথা বলা হয়েছিল। সেই সুযোগের দাবিতেই কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন ৭৯ জন। তাঁদের আইনজীবী আশিস কুমার চৌধুরী আদালতে জানান, এসএসসির গাফিলতির কারণেই তাঁদের চাকরি গিয়েছে। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশে যখন আপার প্রাইমারির কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া চলছিল, সেই সময়েই ৭৯ জনকে কাউন্সেলিংয়ে সুযোগ দেওয়ার আবেদন জানানো হয়। মামলাকারীদের বক্তব্য বিবেচনা করে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য এসএসসিকে নির্দেশ দেন, সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তাঁদের কাউন্সেলিংয়ের সুযোগ দিতে

কিন্তু আদালতের নির্দেশের পরেও কার্যকর পদক্ষেপ না হওয়ায় ফের হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। দায়ের হয় আদালত অবমাননার মামলা। শুনানিতে কমিশনের তরফে জানানো হয়, শূন্যপদের হিসাব খতিয়ে দেখে ছয় সপ্তাহের মধ্যে মামলাকারীদের চূড়ান্ত নিয়োগ দেওয়া হবে। সেই মর্মে আদালতে মুচলেকাও দেয় এসএসসি। অবশেষে আদালতে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৭৯ জনের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল কমিশন।

কালীঘাটের অশান্তির পিছনে একবালপুরের লোকজন !

চাঞ্চল্যকর দাবি করে মুখ্যমন্ত্রীর হুঙ্কার, 'কাউকে ছাড় নয়'



নয়া জামানা ঃ গত শুক্রবার রাত থেকে শনিবার দিনভর, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালনকে কেন্দ্র করে দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কালীঘাট। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে আক্রান্ত হতে হয় খে াদ পুলিশকে। অভিযোগ, পুলিশকে চড় মারা হয়েছে। ঘটনার পরেই দু'টি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। যার মধ্যে একটিতে নাম রয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেই ঘটনায় এবার মুখ খুললেন মুখ ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, পুলিশের গায়ে হাত উঠলে কাউকে ছাড় নয়। এক্ষেত্রে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়েই যে পুলিশ-প্রশাসন এগোবে তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু তাই নয়, ঘটনার দিন অর্থাৎ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে হওয়া অশান্তির পিছনে একবালপুরের লোকজন ছিল বলেও চাঞ্চল্যকর দাবি করেন তিনি।আজ, সোমবার দিঘায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখ ানেই কালীঘাটে অশান্তির ঘটনায় তিনি বলেন,দআমি কারও নামে অভিযোগ করব না। হিরো করতে চাই না। পুলিশকে চড় মারলে কিংবা উদ্যত হলে, চোখ দেখালে, মারতে গেলে কিংবা হুমকি দিলে যে ধারায় মামলায় হওয়া উচিৎ, সেই ধারাতে সবার বিরুদ্ধে মামলা হওয়া উচিৎ।দ শুধু তাই নয়, এই প্রসঙ্গে পুলিশমন্ত্রী তথা রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের স্পষ্ট বার্তা, দপুলিশ আহত হয়েছে। শারীরিক পরীক্ষাও করা হয়েছে। সরকারি কাজে বাধাদানের ভিডিয়ো দেখে দেখে যাঁদের নামে মামলা করার ছিল তা করেছে। ঘটনায় চার্জশিট হবে, কাস্টডি ট্রায়ালও হবে। কাউকে ছাড়া হবে না।ইতিমধ্যে এই ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত দুজনেই কালীঘাট-তৃণমূলের নেতা বলে দাবি। কেন গ্রেপ্তারি, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। এই ইস্যুতে বিজেপি এবং পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তবে ঘটনার পিছনে হরিশ চ্যাটার্জি কিংবা হরিশ মুখার্জি রোডের কেউ ছিল না তা এদিন স্পষ্ট করে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

বলেন, দযে কটা গুন্ডা ধরা পড়েছে, তাঁরা কেউ হরিশ চ্যাটার্জি কিংবা হরিশ মুখার্জি রোডের লোক নয়। তাঁরা একবালপুরের লোক।দ রাত ২ টোর সময় একবালপুর থেকে বিশেষ লোকেরা সেখানে (পড়ুন-অভিষেকের বাড়ির সামনে) কী করতে গেছিল, তা নিয়েও এদিন প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। পুরো ঘটনায় পুলিশকে কড়া হাতে ব্যবস্থা নিতে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাও এদিন জানান মুখ্যমন্ত্রী।

খাস কলকাতায় কালীপুজোর রাতে আতঙ্ক, বাজির শব্দের মাঝেই গুলির আওয়াজ



নয়া জামানা ঃ কালীপুজোর রাতে দিকে দিকে শব্দদানবের সাক্ষী থেকেছে শহর। কিছু কিছু জায়গায় তো কান পাতা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলে অভিযোগ তুলেছেন বাসিন্দারা। ব্যাপক বাজির শব্দের মাঝেই আচমকাই গুলির আওয়াজ। রবিবার ভোররাতে বেহালার সুরশুনায় পরপর তিন রাউন্ড গুলি চলার অভিযোগ। গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় সুরশুনা থানার পুলিশ।পুলিশ সূত্রে খবর, সরশুনার রক্ষিতপাড়ায় রবিবার রাত ৩টে নাগাদ গুলি চলার ঘটনা ঘটে এলাকায়। ঘটনার সূত্রপাত, এলাকার দুই বাসিন্দার মধ্যে তর্কাতর্কি থেকে। জানা যায়, বিবাদের কারণ ছিল একই এলাকায় আয়োজিত দু'টি কালীপুজোর মধ্যে কোন কমিটির পুজো বেশি ভালো হচ্ছে, তা নিয়েই বাদানুবাদ বাধে। কালীপুজোর রাতে এলাকার বাসিন্দা রাজ পাল (২৩) এবং দীনেশ শর্মার (৪০) মধ্যে ঝামেলার মধ্যেই রাজ পাল পকেট থেকে আগ্নেয়াস্ত্র বের করে শূন্যে লক্ষ্য করে দু'রাউন্ড গুলি চালায়। এরপরই ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সরশুনা থানার পুলিশ। তল্লাশির সময় ঘটনাস্থল থেকে একটি খালি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। রাতেই এলাকা থেকে রাজ পালকে আটক থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। প্রশ্ন উঠছে, ওই যুবকের কাছে বন্দুক এল কোথা থেকে? ওই আগ্নেয়াস্ত্র কি আদৌ আইনিভাবে রয়েছে তাঁর কাছে? অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আগ্নেয়াস্ত্রটি উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। উল্লেখ্য, দিনকয়েক আগে বাবা-ছেলেকে নগ্ন করে রাস্তায় হাঁটানোর ঘটনাকে ঘিরে খবরের শিরোনামে উঠে এসেছিল সরশুনা। যে ঘটনা তোলপাড় ফেলে দিয়েছিল গোটা রাজ্য। সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে ফের সরশুনায় শুটআউটের ঘটনায় আতঙ্কে এলাকাবাসীরা।

২০৫ বিএড কলেজে ভর্তি বন্ধ, নিয়োগেও প্রভাব ! রাজ্যের সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় হাই কোর্টে ৫৭ কলেজ

নয়া জামানা ঃ রাজ্যে একসঙ্গে ২০৫টি বিএড কলেজে নতুন করে ভর্তি বন্ধ। যাক জেরে থমকে গেছে কলেজগুলিতে নিয়োগ প্রক্রিয়াও। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাই কোর্টে ৫৭টি কলেজ। মঙ্গলবার মামলার শুনানির সম্ভাবনা। কেন তাদের ভর্তি বন্ধ করা হল, সেই কারণ জানিয়ে কোনও স্পষ্ট নোটিস দেওয়া হয়নি। আদালতে অভিযোগ কলেজগুলির। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলা হয়, সরকারের বেঁধে দেওয়া পরিকাঠামো ও প্রশাসনিক মানদণ্ড পূরণ করতে পারেনি তালিকায় থাকা কলেজগুলি। সেই কারণেই তাদের অ্যাফিলিয়েশন রিনিউ করা হয়নি। নির্দেশ অনুযায়ী, ২০২৬-২৮ সেশনে বিএড কোর্সে কোনও নতুন পড়ুয়া ভর্তি করতে পারবে না তালিকায় থাকা ২০৫ কলেজ। তবে পরিকাঠামো ও শিক্ষকের ঘাটতি মিটিয়ে কলেজগুলি চাইলে ২০২৭-২৯ সেশনের জন্য ফের নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবে।এর আগে রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছিলেন, শিক্ষাকে পণ্য হতে দেওয়া হবে না। শিক্ষার মান ধরে রাখতেই বিএড, আইটিআই, পলিটেকনিক ও ফার্মা অ্যাফিলিয়েশন রিনিউ-এর যোগ্য নয়, তার একটি তালিকা প্রকাশ করেছে বাবা সাহেব আম্বেদকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলা হয়, সরকারের বেঁধে দেওয়া পরিকাঠামো ও প্রশাসনিক মানদণ্ড পূরণ করতে পারেনি তালিকায় থাকা কলেজগুলি। সেই কারণেই তাদের অ্যাফিলিয়েশন রিনিউ করা হয়নি। নির্দেশ অনুযায়ী, ২০২৬-২৮ সেশনে বিএড কোর্সে কোনও নতুন পড়ুয়া ভর্তি করতে পারবে না তালিকায় থাকা ২০৫ কলেজ।উল্লেখ্য, ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে কোন কলেজগুলি কলেজগুলিতে পরিদর্শন শুরু করে উচ্চশিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা দপ্তর। প্রথম দফায় ১৫৬টি বিএড কলেজকে সরাসরি ভর্তির ছাড়পত্র দেওয়া হয়। মানদণ্ডে পিছিয়ে থাকা ৪১৫টি কলেজকে ২১ দিনের মধ্যে পরিকাঠামো ঠিক করতে নোটিস পাঠানো হয়। এর মধ্যে ৯টি কলেজ কোনও জবাবই দেয়নি বলে জানা যায়।

এরপর নতুন পরিদর্শক দল পাঠিয়ে দ্বিতীয় দফায় পরিদর্শন চলে। তাতে ২৩৭টি কলেজ মানদণ্ড পূরণ করায় ৪ নভেম্বর থেকে তাদের ভর্তির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চূড়ান্ত যাচাইয়ের পর দেখা যায়, বাকি ২০৫টি কলেজ এখনও প্রয়োজনীয় মান পূরণ করতে পারেনি। ফলে ২০২৬-২৮ শিক্ষাবর্ষে তাদের ভর্তি বন্ধই থাকবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরিদর্শনের প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ছিল না বলে দাবি করে মামলাকারী কলেজগুলির।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 09-11-2026 21:12 Page 4

সম্পাদকীয়

৯ নভেম্বর ২০২৬ ।। সোমবার

প্রশাসনে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ

সরকারি কাজের গতি বাড়াতে শুধু ঘোষণা নয়, প্রয়োজন প্রশাসনিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ।কারণ, একটি রাস্তা মেরামত, সেচের নালা সংস্কার, পানীয় জলের প্রকল্প কিংবা হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নের মতো জরুরি কাজ যদি দিনের পর দিন অর্থ দপ্তরের অনুমোদনের অপেক্ষায় আটকে থাকে, তাহলে উন্নয়নের সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছবে কীভাবে? সরকারি দপ্তরের দীর্ঘসূত্রতা, ফাইলের পর ফাইল ঘোরা এবং অনুমোদনের জটিলতা কাটিয়ে প্রশাসনকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে আর্থিক ক্ষমতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এই সিদ্ধান্তকে ইতিবাচক পরিবর্তনের ইঙ্গিত হিসেবেই দেখা উচিত। এতদিন বহু সরকারি প্রকল্পের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আর্থিক সীমা অতিক্রম করলেই উচ্চতর অনুমোদনের প্রয়োজন হতো। ফলে প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও কাগজপত্রের আনুষ্ঠানিকতা এবং অনুমোদনের অপেক্ষায় কাজ পিছিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকত। বিশেষ করে পূর্ত, সেচ, জনস্বাস্থ্য কারিগরি, পুর ও নগরোন্নয়ন, স্বাস্থ্য এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নের মতো জনস্বার্থের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত দপ্তরগুলিকে এই সমস্যার মুখোমুখি হতে হতো। এবার সেই জটিলতা অনেকটাই কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ শুধু ফাইল চালাচালি নয়, বাস্তব কাজের উপরেই জোর দেওয়ার বার্তা স্পষ্ট। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী,পূর্ত, সেচ ও জলপথ, জনস্বাস্থ্য কারিগরি, পুর ও নগরোন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর সর্বোচ্চ ৬ কোটি টাকা পর্যন্ত প্রকল্পে প্রশাসনিক অনুমোদন ও আর্থিক মঞ্জুরি দিতে পারবে। আগে এই সীমা ছিল মাত্র ৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ, এক ধাক্কায় দ্বিগুণ করা হয়েছে আর্থিক ক্ষমতা। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন এবং সুন্দরবন বিষয়ক দপ্তর-সহ নির্দিষ্ট কয়েকটি দপ্তরের ক্ষেত্রে ১ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩ কোটি টাকা করা হয়েছে অনুমোদনের ঊর্ধ্বসীমা। অন্যদিকে, বাকি দপ্তরগুলির ক্ষেত্রেও ৭৫ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে আর্থিক ক্ষমতা। এই পরিবর্তনের তাৎপর্য কেবল টাকার অঙ্কে সীমাবদ্ধ নয়।এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে প্রশাসনিক দক্ষতা, সময়ের সদ্ব্যবহার এবং সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণের প্রশ্ন। একটি গ্রামীণ রাস্তা সংস্কার, প্রত্যন্ত এলাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা, হাসপাতালের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি কিংবা বন্যা নিয়ন্ত্রণে সেচ প্রকল্পের কাজ এসব ক্ষেত্রে সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।বর্ষার আগে বাঁধ মেরামত না হলে তার পরিণতি কী ভয়াবহ হতে পারে তা বাংলার মানুষ বারবার প্রত্যক্ষ করেছেন।আবার পানীয় জলের প্রকল্পে সামান্য বিলম্বও বহু গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলতে পারে।সেখানে অনুমোদনের প্রক্রিয়া সহজ হলে বাস্তবায়নের পথে অন্তত একটি বড় বাধা দূর হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে। প্রশাসনিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ আধুনিক শাসনব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।সব সিদ্ধান্ত যদি সর্বোচ্চ স্তর থেকেই নিতে হয়, তাহলে প্রশাসনের গতি স্বাভাবিকভাবেই মন্থর হয়ে পড়ে।যে দপ্তর প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা, এলাকার সমস্যা এবং কাজের বাস্তব পরিস্থিতি সবচেয়ে ভালো বোঝে,সেই দপ্তরের হাতেই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকা যুক্তিসঙ্গত।এতে দায়িত্ব বাড়বে, জবাবদিহিও বাড়বে। কেন্দ্রীয় অনুমোদনের অপেক্ষায় সময় নষ্ট না করে সংশ্লিষ্ট দপ্তর নিজেরাই দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

গ্রাম বাংলার কালী পূজা

সুমন কল্যাণ মন্ডল



দুর্গাপূজা ফুরোবার পর কদিন কাটতে না কাটতেই হেমন্তের হিমেল হাওয়া উঁকি ঝুঁকি দিয়ে যায় বাংলার ধানের শীষ আর শিশিরস্নাত ঘাসের ডগায়। পূজার ব্যস্ত দোকানপাটগুলো একে একে গুটিয়ে যেতে থাকে, কেবল পড়ে থাকে দু- একটি মিষ্টি আর তেলে ভাজার দোকান - ভাইফোঁটা পর্যন্ত যারা পসরা সাজিয়ে বসে থাকে। এরই মাঝে প্রকৃতির রূপ পরিবর্তন অনুভূত এবং চাক্ষুষ হয় এক গভীর রূপে। গ্রামের ঢোকার মুখে বাঁশঝাড় থেকে ভেসে আসে খসে পড়া পাতার মর্মর ধ্বনি, আর সোনালী ধানের ক্ষেতের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া হালকা হাওয়ায় যেন অজান্তেই নাচে হেমন্তের মন। ঠিক এই আবহেই গ্রামীণ জনপদে আগমন ঘটে মহাশক্তি মা কালীর।অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারকে চিরে, আলোর মালা নিয়ে হাজির হয় এই উৎসব। শহরের রং ঝলমলে কালী পূজার রোশনাই গ্রাম বাংলায় এসে পৌঁছালেও, তার নিজস্ব শেকড় ও গ্রামীণ নিজস্বতা সম্পূর্ণ রূপে গিলে খাওয়ার সাধ্য তার এখনো হয়নি।গ্রাম বাংলার কালী পূজার একটি নিজস্ব সুবাস আছে, আছে এক অপূর্ব অন্তস্পরের টান। আছে একটা আলাদা আমেজ।গ্রামবাংলায় কালীপূজার প্রস্তুতি শুরু হয় অনেক আগে থেকেই। পাড়ার তরুণদের মধ্যে চাঁদা তোলা, বাঁশ ও ত্রিপল জোগাড় করা আর মণ্ডপ সাজানোর ব্যস্ততা বাড়তে থাকে। কারও হাতে রং-তুলি, কারও হাতে আলোর তার, কেউ আবার মণ্ডপের শক্তপোক্ত কাঠামো বাঁধতে ব্যস্ত। যে ছেলেটির সারা বছর খোঁজ খবর থাকে না, পূজার কদিন তাকেও বেশ কর্মঠ মনে হয়। মণ্ডপের কাজ শেষ হলে পাড়ার দুরন্ত ছেলেরা সেখানে দল বেঁধে আড্ডা জমায়।ছোট ছেলেরা মন্ডপের বাঁশে ঝুলে বাঁদর বাঁদর খেলে।গ্রামের চায়ের দোকানে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে চলে বাজেট, প্রতিমা, আলোকসজ্জা , খিচুড়ি বিতরন কিংবা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সম্পর্কে চুলচেরা বিশ্লেষণ। কারও মতামত মেনে নেওয়া হয়, কারও কথায় বাধে মৃদু বাকবিতণ্ডা। তবে শেষ পর্যন্ত সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে পাড়ার প্রাণের পূজামণ্ডপ। এই মেনে নেওয়া না মেনে নেওয়ার মধ্যেও এক অদৃশ্য সুতো দিয়ে সবাই সবাইকে যেনো বেঁধে রাখে। কালী প্রতিমা গড়ার অর্ডার দেওয়া হয় গ্রাম থেকে দূরের কোনো এক কুমোরপাড়ায়। পূজার দিন বিকেলে পিকআপ ভ্যানে বা টোটোতে করে মহাসমারোহে প্রতিমার আনয়ন হয় মণ্ডপে।কোনো থিম বা আধুনিকতার প্রলেপ নেই, অবিকল সনাতনী কালীর রূপ। দেবীর শ্যামবর্ণা দেহ, লম্বা কেশ, গলায় মুণ্ডমালা, হাতে খড়্গ ও পদতলে শেয়ালের উপস্থিতি এবং পা তুলে রেখেছেন শিবের ওপর ।প্রথম দর্শনে রূপটি ভয়ংকর মনে হলেও ভক্তের কাছে তিনিই পরম আশ্রয়দাতা,অশুভ বিনাশকারী মা।দেবী কালীর শক্তি বাংলার ঐতিহ্য।মহাপ্রলয়ের মধ্য দিয়ে নতুন সৃষ্টির প্রতীক।সেই দেবীর চরণেই গ্রামের অপোগন্ড থেকে আশির বৃদ্ধ সব বয়সের মানুষ নিজেদের মনের আকুতি নিবেদন করে।মায়ের চরণে ভোগ অর্পণ করার মধ্যে দিয়েই মানুষ খুঁজে পায় শান্তি ও নিরাপত্তার আশ্বাস। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মেঠোপথ ধরে লোকজনের গুঞ্জন বাড়ে। মায়ের মণ্ডপের সামনে জমে কালো মাথার ভিড়। ধূপ, কাঁসর আর ঘণ্টার ধ্বনিতে চারপাশের স্তব্ধতা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। গ্রামের মোড়ে, পুরোনো বটবৃক্ষতলে কিংবা শ্মশানঘাটসংলগ্ন অঞ্চলে মণ্ডপে মণ্ডপে শুরু হয় মায়ের আমন্ত্রণ। এই পূজায় বাইরের আড়ম্বর নেই, আছে প্রাণের এক গভীর আশ্বাস ও অগাধ বিশ্বাস। গ্রাম বাংলার কালী পূজার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো মাটির গন্ধঘেরা তার আবহাওয়া।



পুরোহিত মশাইয়ের গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ গ্রামের নিস্তব্ধ বাতাসে যেন বেত্রাঘাত করে। প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোয় মণ্ডপে বসা মানুষের মুখে সৃষ্টি করে অন্য উজ্জ্বলতা। নতুন শাড়ি পরে মহিলারা কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়ে থালায় নৈবেদ্য সাজিয়ে সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হন। ঢাকের বাদ্যি যখন বেজে ওঠে - 'ধ্যাং কুড়াকুড় ,ধ্যাং কুড়াকুড়' ছন্দে তখন আপামর মানুষের হৃদয়ও যেন সেই তালে নাচতে শুরু করে। ঢাকের বোলে গ্রামীণ যুবকদের বুক কেঁপে ওঠে অব্যক্ত আনন্দে, আর বৃদ্ধদের মনে চলে আসে অতীতে স্মৃতির রোমন্থন। ছোটো ছেলেমেয়েরা মেতে ওঠে রঙবেরঙের বাজি পোড়ানোর আনন্দে। শহরের মেকি নিয়ন লাইটের আলো গ্রাম বাংলায় এলেও , চোখ রাঙিয়ে দাপোট দেখাতে আজও অক্ষম। গ্রাম তার নিজস্ব ঐতিহ্যে অমলিন। পূজার রাতে ঘরের বারান্দা আর দালানজুড়ে জ্বলে ওঠে মোমবাতি, দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন জোনাকিদের বাড়ি। প্রতি ঘরের উঠোনে, গোয়ালঘরে এবং তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালানো হয় - দেখে মনে হয় যেন অন্ধকারকে চিরতরে দূর করার জন্য ব্রতী হয়েছে সম্পূর্ণ গ্রাম।কালীপূজার সঙ্গে দীপাবলির সম্পর্কও বেশ নিবিড়। ঘরদোর পরিষ্কার আর প্রদীপ জ্বালানোর পাশাপাশি শুরু হয় আত্মীয়স্বজনের বাড়ি যাওয়া এবং মিষ্টিমুখ করানোর পালা। তবে সব গ্রামে পূজার ধরন এক রকম নয়, কোথাও পারিবারিক মন্দিরে বহু প্রজন্মের পুরোনো রীতিতে পুজো হয়, আবার কোথাও সর্বজনীন মণ্ডপে উৎসবের ব্যাপ্তি অনেক বেশি। এই বৈচিত্র্যই গ্রাম বাংলার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে।উৎসবের এই আনন্দের আড়ালে থাকে গ্রামীণ সমাজের এক সহজ সরল ছবি। বহু পরিবার আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সাধ্যমতো পূজায় অংশ নেয়। কারও জাঁকজমক বেশি, কারও কেবল একটি প্রদীপ জ্বালানোর সামর্থ্য - কিন্তু আন্তরিকতার মাপকাঠিতে তা সমান মূল্যবান। গ্রামের উৎসব মানুষকে ব্যক্তিগত গণ্ডি পেরিয়ে এক সামাজিক পরিবারের অংশ হতে শেখায়। ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড় নির্বিশেষে সবাই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আনন্দ উপভোগ করে।

গ্রাম বাংলার কালী পূজার আরেকটি অঙ্গ হলো বলির প্রথা ,যদিও তা বর্তমানে অনেক কমে গিয়েছে ।আধুনিক সময়ে অনেক গ্রামেই বলি প্রথা উঠে গিয়ে তার প্রতীকী রূপ এসেছে। হোম এর আগুনের লেলিহান শিখা যখন অন্ধকার আকাশ ছুঁতে চায়, তখন সেই অগ্নিকুন্ডের সামনে বসে মানুষ তাদের দুঃখ-দুর্দশা আর না পাওয়াগুলো সমর্পণ করে মহাশক্তির চরণে এই ভেবে যে - মা তাদের সকল দুঃখ কষ্ট মোচন করবেন ।গ্রামবাংলার কালীপূজা নিছক কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়,এটি মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষের আনন্দ, বেদনা, বিশ্বাস ও সংস্কৃতির সজীব চিত্র,যা অঙ্কনে ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব, চাক্ষুষ করে অনুভব করতে হয়। শহরের কোলাহল থেকে বহুদূরে, এই নিভৃত পল্লী অঞ্চলের কালীপূজা গুলি তাই চিরকালই বাংলার মাটিতে অনন্য সংস্কৃতি বহন করে নিয়ে যাবে ।কালী পূজোর ঘুটঘুটে কালো অমাবস্যার রাতেও গ্রাম গুলো ছোট্ট প্রদীপ আর মোমবাতির স্পর্শে প্রান পেয়ে থাকুক আজীবন।

জাতীয় আইনি পরিষেবা দিবস



আইনের চোখে সবাই সমান এবং ন্যায়বিচার প্রাপ্তি প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার এই সার্বজনীন সত্যটিকে সমাজের প্রতিটি স্তরে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ভারতে প্রতি বছর ৯ নভেম্বর পালিত হয় 'জাতীয় আইনি পরিষেবা দিবস'।১৯৯৫ সালের এই দিনে ভারতীয় সংসদের 'লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটিজ অ্যাক্ট' কার্যকর করা হয়েছিল যার মূল লক্ষ্য ছিল দেশের দরিদ্র, পিছিয়ে থাকা এবং বিচার পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত মানুষদের আইনি সহায়তা প্রদান করা।আইনগত জটিলতার গোলকধাঁধায় পড়ে সাধারণ মানুষ যাতে কখনো ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করতেই দিনটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।আমাদের মতো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অর্থের অভাবে বা আইনি জ্ঞানের অভাবেই অনেক সময় সমাজের প্রান্তিক মানুষেরা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হন। বিশেষ করে নারী, শিশু, তফশিলি জাতি-উপজাতি এবং সমাজের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অংশগুলো প্রায়শই আইনি অধিকারের নাগাল পান না।এই বৈষম্য দূর করতে এবং বিনামূল্যে ও দ্রুত আইনি পরামর্শ দিতে ভারত জুড়ে কাজ করে চলেছে 'লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি'। ৯ নভেম্বর জাতীয় আইনি পরিষেবা দিবস পালনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে তাদের সাংবিধানিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা হয় এবং জানানো হয় যে, দরিদ্র হওয়ার কারণে কাউকে কখনোই ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

আইনি সহায়তা কেবল আদালতে মামলা লড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং পারস্পরিক সমঝোতা এবং লোক আদালত বা মিডিয়েশনের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রেও এটি এক বিপ্লব ঘটিয়েছে।এর মাধ্যমে একদিকে যেমন দীর্ঘসূত্রিতা ও মামলার জট কমে, তেমনই সাধারণ মানুষের হয়রানিও অনেকাংশে হ্রাস পায়। ৯ নভেম্বর আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, একটি সুস্থ ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে আইনের শাসন সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হওয়া উচিত।আসুন, এই বিশেষ দিনে আমরা প্রত্যেকে আইনি সচেতনতা প্রসারে এগিয়ে আসি এবং দেশের প্রতিটি নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার ও ন্যায়ের সুরক্ষায় একযোগে কাজ করার শপথ গ্রহণ করি।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 09-11-2026 21:12 Page 5

শিক্ষকদের উষ্ণ অভ্যর্থনায় সংবর্ধিত বিষ্ণুপদ রায়

মানস দাস,নয়া জামানা,মালদা ঃ সৌজন্য, শ্রদ্ধা আর শুভেচ্ছার মেলবন্ধনে উৎসবমুখর হয়ে উঠল মালদা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের কার্যালয় প্রাঙ্গণ।নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান বিষ্ণুপদ রায়কে ঘিরে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে জমে উঠল সংবর্ধনা অনুষ্ঠান।ফুলের তোড়া, পুষ্পস্তবক ও আন্তরিক অভিনন্দনে নতুন চেয়ারম্যান কে স্বাগত জানাল মালদা জেলা বিজেপি টিচার্স সেল।অনুষ্ঠানে জেলার ৩১টি চক্র থেকে তিন শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকার উপস্থিতি বিশেষ মাত্রা যোগ করে।



এই অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান বিষ্ণুপদ রায়ের হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন বিজেপি টিচার্স সেলের প্রতিনিধিরা। শুধু আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা নয়, জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিপুল উপস্থিতি ছিল এই আয়োজনের অন্যতম আকর্ষণ। তাঁদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান কার্যত মিলনমেলায় পরিণত হয়।

নতুন দায়িত্বে বিষ্ণুপদ রায়ের নেতৃত্বে মালদার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তাঁদের বক্তব্য, প্রাথমিক শিক্ষার ভিত আরও মজবুত করা, পঠনপাঠনের গুণগত মান বৃদ্ধি এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিভিন্ন সমস্যা ও প্রত্যাশাকে গুরুত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে নতুন সভাপতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভিজ্ঞতা, কর্মদক্ষতা ও প্রশাসনিক উদ্যোগের সমন্বয়ে জেলার শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আশাও প্রকাশ করেন তাঁরা।

বিজেপি টিচার্স সেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষক সমাজের ঐক্য, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং গঠনমূলক মনোভাব অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। রাজনৈতিক মতাদর্শের ঊর্ধ্বে উঠে শিক্ষার স্বার্থে ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণই হওয়া উচিত সকলের মূল লক্ষ্য। নতুন চেয়ারম্যান আগামী দিনের কর্মযজ্ঞে সাফল্য কামনা করে তাঁর পাশে থাকার বার্তাও দেওয়া হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান বিষ্ণুপদ রায় ছাড়াও জেলা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকরা। জেলার ৩১টি চক্রের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এক মঞ্চে উপস্থিতি বুঝিয়ে দেয়, নতুন নেতৃত্বকে ঘিরে প্রত্যাশা ও আগ্রহ কতটা। সংবর্ধনার উষ্ণতা ছাপিয়ে অনুষ্ঠানের মূল সুর হয়ে উঠল একটাই বার্তাঃশিক্ষার উন্নয়নে প্রয়োজন সমন্বয়, সদিচ্ছা ও সম্মিলিত উদ্যোগ।

রায়গঞ্জে এনকাউন্টারে নাবালিকা খুনে অভিযুক্তের মৃত্যু, দেহ নেবেন না মা

নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ রায়গঞ্জের আব্দুল ঘাটা এলাকায় কালীপুজোর রাতে পুলিশের সঙ্গে গুলি বিনিময়ে নিহত হল চাঞ্চল্যকর নাবালিকা খুনের মূল অভিযুক্ত দিলীপ রায়। কিছুদিন আগে কুলিকের জঙ্গল থেকে এক তেরো বছরের নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার পর থেকেই ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের পাড়ারপুকুর গ্রামে অভিযান চালায়। পুলিশের দাবি, সেই সময় দিলীপ রায় পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালালে পাল্টা গুলিতে সে মারাত্মকভাবে জখম হয়। রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সিসিটিভি ফুটেজ ও অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযুক্তকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় হলো, নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে অভিযুক্তের বাড়ির দূরত্ব ছিল মাত্র এক ঘর এবং তাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিল। নির্যাতিতার বাবা-মা এই পদক্ষেপে



সন্তোষ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, এফআইআর দায়ের করার সময় ও মেয়ের খোঁজে তল্লাশির সময় অভিযুক্ত তাঁদের সঙ্গেই ছিল, যা তাঁদের স্তম্ভিত করে দিয়েছে। এদিকে, গোটা ঘটনায় সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর প্রতিক্রিয়া এসেছে মৃত দিলীপ রায়ের মায়ের কাছ থেকে। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি ছেলের মৃতদেহ গ্রহণ করবেন না এবং হাসপাতালে গিয়ে তার মুখ পর্যন্ত দেখতে চাননি। মায়ের অভিযোগ, ছেলে দীর্ঘদিন ধরে তার কোনো খোঁজখবর রাখত না, খেতে দিত না এবং কথা বলত না। ছেলের এমন ঘৃণ্য অপরাধের জন্য তিনি অত্যন্ত লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ বলে জানিয়েছেন।অন্যদিকে, এই এনকাউন্টার প্রসঙ্গে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের পক্ষ থেকেও প্রতিক্রিয়া মিলেছে। তাদের দাবি, পুলিশের ওপর হামলা হলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে পুলিশ বাধ্য হয়েই পাল্টা ব্যবস্থা নিয়েছে। বর্তমানে গোটা ঘটনাটির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চলছে এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে পুলিশ। এই নৃশংস অপরাধের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে প্রশাসন।

মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে বিধ্বংসী আগুন, ফুলতলা মোড়ে পুড়ে ছাই প্রায় ১০টি দোকান

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ রঘুনাথগঞ্জের ফুলতলা মোড়ে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেল প্রায় দশটি দোকান। এই বিধ্বংসী কাণ্ডে স্থানীয় ব্যবসায়ী মহলে চরম আতঙ্ক ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ফুলতলা মোড়ের একটি দোকান থেকে হঠাৎই আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যে সেই আগুন পাশের দোকানগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ে এবং তা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, দোকানের ভেতরে থাকা কোনো মালামালই বের করতে পারেননি ব্যবসায়ীরা। চোখের সামনে নিজেদের রুটি-রুজির সম্বল এভাবে পুড়ে যেতে দেখে কান্নায়



ভেঙে পড়েন ক্ষতিগ্রস্তরা।খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল বাহিনীর তিনটি ইঞ্জিন। দমকলকর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের যৌথ প্রচেষ্টায় দীর্ঘক্ষণ পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে কীভাবে এই আগুন লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিকভাবে শর্ট সার্কিট থেকেই এই বিপত্তি ঘটেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ব্যবসায়ীদের লক্ষাধিক টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। সর্বস্ব হারানো এই ব্যবসায়ীরা এখন সরকারি সাহায্যের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

প্রদীপের আলোয় হাতিদের সুরক্ষাবোধ, দীপাবলিতে অনন্য বার্তা জলদাপাড়ার বনকর্মীদের

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ারঃ দীপাবলির রাতে যখন চারপাশ মেতে উঠেছিল উৎসবের আলোয়, তখন পরিবার ছেড়ে জঙ্গল আর বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষায় কর্তব্যে অবিচল ছিলেন জলদাপাড়া বন বিভাগের কর্মীরা। উৎসবের আনন্দের মাঝেও প্রিয়জনদের থেকে দূরে থাকার বিচ্ছেদকে সরিয়ে রেখে এক অনন্য মানবিক উদ্যোগ নিলেন তাঁরা।



দীপাবলির সন্ধ্যায় আলিপুরদুয়ারের মুজানাই ও ধুমসিপাড়া এলাকায় ডিউটিতে থাকার সময় কর্মস্থলেই মোমবাতি ও প্রদীপ জ্বালিয়ে পুজোর আয়োজন করেন বনকর্মীরা। বনের হাতিদের নিরাপত্তা ও মঙ্গল কামনায় জ্বালানো হয় সেই আলো, নিবেদন করা হয় বিশেষ প্রসাদ। ঘরবাড়ি ছেড়ে জঙ্গলের দায়িত্ব পালনের মাঝেই তারা খুঁজে নেন উৎসবের প্রকৃত আনন্দ। হাতিদের প্রতি তাঁদের এই ভালোবাসা ও সচেতনতার বার্তা স্থানীয়দের পাশাপাশি সকলের মন ছুঁয়ে গিয়েছে। কর্তব্যের পাশাপাশি বন্যপ্রাণীর মঙ্গল কামনায় এমন প্রদীপ জ্বালানোর উদ্যোগকে কুর্নিশ জানিয়েছেন প্রতিটি মানুষ।

জয়নগরে পারিবারিক বিবাদের জেরে খুন যুবক

জয়নগর ঃ পারিবারিক অশান্তির জেরে খুন হলেন এক যুবক। ধারালো অস্ত্র ও সাবল দিয়ে হামলা চালিয়ে তাঁকে খুনের অভিযোগ উঠল তাঁরই খুড়তুতো ভাইদের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জয়নগরের উত্তর দুর্গাপুর এলাকায়। মৃতের নাম আব্দুল রাজ্জাক শেখ (৩৬) ।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই পরিবারের মধ্যে বিবাদ চলছিল। সেই বিবাদকে কেন্দ্র করেই অভিযুক্তদের সঙ্গে রাজ্জাকের অশান্তি বাধে বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, সেই বিবাদের জেরেই তাঁর খুড়তুতো ভাইয়েরা রাজ্জাকের উপর চড়াও হন।



Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 09-11-2026 21:12 Page 6

দীপাবলির রাতেই নিঃস্ব বৃদ্ধা, পাশে বিজেপি

নয়া জামানা,হবিবপুর ঃ দীপাবলির আলোয় যখন চারদিকে উৎসবের রোশনাই তখন আগুনের গ্রাসে মুহূর্তেই অন্ধকার নেমে এল এক অসহায় বৃদ্ধার জীবনে।মাথা গোঁজার শেষ আশ্রয়টুকুও রক্ষা পেল না। পুড়ে ছাই হয়ে গেল টিন ও চাটাই দিয়ে তৈরি ছোট্ট ঘর, আসবাবপত্র, পোশাক, জমানো নগদ প্রায় ১০ হাজার টাকা থেকে শুরু করে জীবনের প্রয়োজনীয় সমস্ত নথিপত্র। উৎসবের রাতেই কার্যত নিঃস্ব হয়ে পড়লেন একাকী বৃদ্ধা গীতা স্বর্ণকার।ঘটনাটি হবিবপুর থানার বুলবুলচণ্ডীর মধ্যমকেন্দুয়া এলাকার। রবিবার রাতে আচমকাই আগুন লাগে তাঁর বাড়িতে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্ষার জল আটকাতে টিনের ছাদের উপর প্লাস্টিকের আবরণ দেওয়া ছিল। সেই ঘরে আগুন ছড়িয়ে পড়তেই মুহূর্তের মধ্যে ভস্মীভূত হয়ে যায় সমস্ত কিছু। ঘটনার সময় বাড়ির বাইরেই ছিলেন বৃদ্ধা। কীভাবে আগুন লাগল, তা এখনও বুঝে উঠতে পারেননি তিনি।



বিধবা ভাতার সামান্য টাকাতেই কোনওরকমে দিন কাটে গীতা দেবীর। ছেলে থাকলেও তিনি বাইরে থাকেন।ফলে একাই থাকতেন বৃদ্ধা। আগুনে সর্বস্ব হারিয়ে এখন কার্যত দিশেহারা তিনি।এই অসহায় পরিস্থিতিতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন বিজেপি নেতৃত্ব। সোমবার সকালে তাঁর বাড়িতে পৌঁছন মালদা জেলা পরিষদের সদস্য তারাশঙ্কর রায়। সঙ্গে ছিলেন হবিবপুর বিজেপির ৫ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি রামেশ্বর মাহাতো-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। বৃদ্ধার হাতে চাল, ডাল, ত্রিপল, কম্বল ও বাসনপত্র তুলে দেন তারাশঙ্করবাবু।পাশাপাশি প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সহযোগিতারও আশ্বাস দেন। বিপর্যয়ের দিনে জনপ্রতিনিধি ও বিজেপি নেতৃত্বকে পাশে পেয়ে কিছুটা হলেও ভরসা ফিরে পেলেন সর্বস্বান্ত বৃদ্ধা।

ফারাক্কার সার্বিক উন্নয়নে রাজ্য মন্ত্রীর দ্বারে বিধায়ক মোতাব সেখ

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ ফারাক্কা বিধানসভা এলাকার সার্বিক উন্নয়ন ও গ্রামীণ পরিকাঠামো মজবুত করার লক্ষ্য নিয়ে রাজ্যের পঞ্চায়েত, গ্রামোন্নয়ন ও কৃষি বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন বিধায়ক মোতাব সেখ। সাক্ষাৎকে কেন্দ্র করে ফারাক্কার প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক তৎপরতা লক্ষ্য করা গিয়েছে।আলোচনাকালে বিধায়ক ফারাক্কার সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা, প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার সড়ক ও আলো-সহ নানাবিধ পরিকাঠামোগত উন্নতি এবং কৃষকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফারাক্কার একেবারে প্রান্তিক স্তরের মানুষের কাছে সরকারের সমস্ত উন্নয়নমূলক



সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়াই তাঁর মূল লক্ষ্য বলে জানান বিধায়ক।সাক্ষাৎ শেষে বিধায়ক মোতাব সেখ স্পষ্ট জানান, ফারাক্কাবাসীর অধিকার ও পাওনা আদায়ে তিনি সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। রাজ্য সরকারের সঙ্গে এই ইতিবাচক আলোচনার ফলে এলাকার আটকে থাকা কাজগুলি দ্রুত গতি পাবে এবং দীর্ঘদিনের গ্রামীণ সমস্যাগুলির স্থায়ী সমাধান সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন স্থানীয় প্রতিনিধি ও সাধারণ মানুষ।

পুলিশের বড়সড় হানা, গ্রেফতার ১০২

নয়া জামানা,মালদা ঃ দীপাবলির রাতে নিষিদ্ধ বাজি ও জুয়ার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ মালদা জেলা পুলিশের।রবিবার রাতে মালদা জেলার বিভিন্ন থানার উদ্যোগে একযোগে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। তল্লাশিতে উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ আতশবাজি ও জুয়ার টাকা।পাশাপাশি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে আটক করা হয়েছে মোট ১০২ জনকে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,অভিযানে ১২ কেজি বিভিন্ন ধরনের নিষিদ্ধ আতশবাজি এবং



২০৫ প্যাকেট বাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।এই ঘটনায় প্রতিরোধ মূলকভাবে আটক করা হয়েছে ৬৬ জনকে। অন্যদিকে,জুয়ার আসরে হানা দিয়ে নগদ ১৬ হাজার ৬৮৫ টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। জুয়ার অভিযোগে প্রতিরোধমূলকভাবে আটক করা হয়েছে আরও ৩৬ জনকে।উৎসবের মরশুমে বেআইনি বাজি বিক্রি, ব্যবহার এবং জুয়ায় লাগাম টানতেই মালদা জেলা পুলিশের এই বিশেষ অভিযান বলে জানা গিয়েছে। উৎসবের আনন্দের আড়ালে বেআইনি কার্যকলাপ রুখতে পুলিশের এই তৎপরতা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

দিলীপ ঘোষের আকস্মিক চা-আড্ডায় তুঙ্গে রাজনৈতিক জল্পনা

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জে রাজ্যের শীর্ষ বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের আকস্মিক উপস্থিতি ঘিরে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চঞ্চলতার সৃষ্টি হয়েছে। রবিবার রাতে তিনি জঙ্গিপুরে পৌঁছন এবং সোমবার সকালে রঘুনাথগঞ্জের সদরঘাটে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রাতঃভ্রমণে অংশ নেন।সেখানে সাধারণ নাগরিকদের পাশাপাশি বসে চা-চক্রে যোগ দেন দিলীপ ঘোষ। দীর্ঘক্ষণ



আলাপ-আলোচনার পর তিনি স্থানীয় বিজেপি কর্মী-সমর্থক এবং দলীয় সভাপতির সঙ্গে সংক্ষিপ্ত বৈঠকে অংশ নেন। সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ তিনি এলাকা ত্যাগ করেন। হঠাৎ এই সফর নিয়ে রাজনৈতিক শিবিরে নানা জল্পনা শুরু হলেও বিজেপির পক্ষ থেকে এটিকে স্রেফ সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ বলে দাবি করা হয়েছে। স্থানীয় বিজেপি কর্মী সুরজিৎ দাস জানান, এই সফরের পেছনে কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সূচি ছিল না, এটি সম্পূর্ণ একটি অনানুষ্ঠানিক ভ্রমণ।

সোনামুখীতে চালু হল মার্কসীয় সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকা বিক্রয় কেন্দ্র

রাখি গরাই, নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়ার সোনামুখীতে বইপড়ার আগ্রহ ও প্রগতিশীল চিন্তার প্রসারে এক অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বামপন্থী গণসংগঠনগুলির যৌথ উদ্যোগে সোনামুখীর রথতলা দুর্গামন্দির সংলগ্ন এলাকায় চালু হয়েছে একটি মার্কসীয় সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকা বিক্রয় কেন্দ্র। সম্প্রতি বিশিষ্ট কবি গঙ্গাধর সরকার এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। বর্তমান সময়ে ডিজিটাল মাধ্যম ও মোবাইল ফোনের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে মানুষের পাঠাভ্যাস যখন কমছে, তখন এই কেন্দ্রটি বইপ্রেমীদের মনে নতুন আশার সঞ্চার করেছে। উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য কেবল বই বিক্রি করা নয়, বরং নতুন প্রজন্মের মধ্যে মার্কসীয় দর্শন, যুক্তিনির্ভর মননশীলতা এবং সমাজসচেতন চিন্তাধারার প্রসার ঘটানো।



Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 09-11-2026 21:12 Page 7

শৈশবের সেরা ঠিকানা

নবপ্রভা শিশু অঙ্গন

মানস দাস ।। নয়া জামানা ।। মালদা









শিক্ষার আসল সাফল্য কেবল পরীক্ষা বা ফলাফলে নয় বরং একটি শিশুর সুপ্ত মেধা, নৈতিক মূল্যবোধ ও ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশে।গ্রাম বাংলার মাটি ও মানুষের অনুভূতির সাথে আধুনিক শিক্ষার শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থার এক অভূতপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছে মালদা জেলার কালিয়াচকের শেরশাহী এলাকায় অবস্থিত নবপ্রভা শিশু অঙ্গন।২০২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যাপিঠটি আজ শুধু একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় নয়,বরং শিশুদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য একটি আদর্শ বুনিয়াদ।প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা মো.মুরসেলিম সেখের সুযোগ্য দূরদর্শিতা ও সুনিপুণ দিকনির্দেশনায় বিদ্যালয়টি দ্রুত এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে।বর্তমানে ১৮ জন নিবেদিতপ্রাণ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকমণ্ডলী মাতৃত্বের স্নেহে ১২০ জন শিক্ষার্থীর সুপ্ত মেধা লালন করছেন।

১. ঐতিহ্যের গোড়াপত্তন ঃ খেলাধুলা ও ছবির অলকানন্দায় শৈশব

শিশুদের শেখার মাধ্যম হওয়া উচিত আনন্দময়, কোনোভাবেই তা ভীতিপ্রদ নয়। নবপ্রভা শিশু অঙ্গনে প্লে-গ্রুপ থেকে প্রথম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদানের শৈলীটি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ও আকর্ষণীয়।

আনন্দময় পাঠদান ছবি আঁকা ও নানাবিধ শিক্ষণীয় গেম-প্লে -এর সাহায্যে পড়ালেখ াকে আনন্দময় রূপ দেওয়া হয়েছে।

সেমি-রেসিডেনসিয়াল পরিবেশ ঃ সম্পূর্ণ দিনভর শিশুদের সুশৃঙ্খল আবহে রাখার জন্য এখানে সেমি-রেসিডেনসিয়াল ব্যবস্থা রয়েছে।

মন্টেসরি শিখন পদ্ধতি ঃ আন্তর্জাতিক মানের মন্টেসরি ধারায় বাস্তব অভিজ্ঞতা ও নানা ধরণের খেলার উপকরণের সাহায্যে শিখন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

২. আধুনিক প্রযুক্তি ও ডিজিটাল ক্লাসরুমের মেলবন্ধন

একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক বিশ্বের উপযোগী করে তুলতে শিক্ষার্থীদের আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া প্রদান করা হয়।

লার্জ স্ক্রিন স্মার্ট টিভি ঃ জটিল বিষয়গুলো শিশুদের চোখের সামনে বাস্তব ও আনন্দদায়কভাবে ফুটিয়ে তুলতে বড় পর্দার স্মার্ট টিভির ব্যবহার করা হয়।

স্মার্ট ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণিকক্ষ ঃ সম্পূর্ণ এসি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা আরামদায়ক ও মুক্ত পরিবেশে পাঠগ্রহণ করে।

মনস্তাত্ত্বিক শিখন উপাদান ঃ পাজল, অ্যালফাবেট বক্স ও নাম্বার কার্ড সহ আধুনিক শিখন সরঞ্জাম দিয়ে সাজানো রয়েছে প্লে-রুম।

৩. গ্রামীণ পরিবেশের সুবাস ও শহরের মানের প্রাতিষ্ঠানিক উৎকর্ষ

শহরের যান্ত্রিক কড়াকড়ি পরিহার করে প্রাকৃতিক সজীবতার মাঝে আধুনিক শিক্ষা দেওয়া এই প্রতিষ্ঠানের প্রধানতম স্বকীয়তা।

শহুরে মান ও গ্রামীণ আবহাওয়া ঃ শহরের সেরা শিক্ষাপদ্ধতির সাথে গ্রামের নির্মল পরিবেশের মেলবন্ধন ঘটানো হয়েছে।

দ্বিভাষিক চর্চা ঃবাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই সমান দক্ষতা ও আত্মপ্রকাশের যোগ্যতা অর্জনে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়।

স্বাস্থ্যসম্মত সবুজ ক্যাম্পাস ঃ শিশুদের বিকাশের উপযোগী পরিবেশবান্ধব, পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ একটি ক্যাম্পাস গঠন করা হয়েছে।

৪. আত্মরক্ষা, ক্রীড়া ও সহশিক্ষা কার্যক্রমের প্রসার

প্রতিটি শিশুর ভেতরের খেলাধুলা ও নান্দনিক প্রতিভাকে বিকশিত করা এই স্কুলের অন্যতম অগ্রাধিকার।

কুং-ফু ও কারাটে প্রশিক্ষণঃ শিশুদের শারীরিক সক্ষমতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ও আত্মরক্ষার কৌশল শেখাতে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দিয়ে কুং-ফু ও কারাতে শেখ ানো হয়।

সুসজ্জিত খেলার মাঠ ঃ শারীরিক ও সামাজিক যোগাযোগের বিকাশে রয়েছে এক সুসজ্জিত খেলার মাঠ।

সহশিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আয়োজনঃ নিয়মিত খেলাধুলা, হস্তশিল্প, গল্প বলা এবং ঋতুভিত্তিক নানা সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন করা হয়।

৫. নৈতিকতা, চরিত্র গঠন ও 'শিক্ষা-চরিত্র-দেশপ্রেম'

নীতি ও আদবের ওপর ভিত্তি না থাকলে অর্জিত শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই নৈতিক চরিত্র গঠনে প্রতিষ্ঠানটির অবদান অনস্বীকার্য।

আমাদের মূলমন্ত্র শিক্ষা, চরিত্র, দেশপ্রেম;এই মূলমন্ত্রকে ধারণ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষেত্র তৈরি করা হয় নৈতিক গল্পের ক্লাস প্রতিদিন সকালে যৌথ প্রার্থনা এবং প্রতি সপ্তাহে নীতিশিক্ষামূলক গল্প ক্লাসের আয়োজন করা হয়।ইসলামিক শিক্ষার গুরুত্ব শিশুদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে ইসলামিক শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

প্রেরণাদায়ক পুরস্কারনিয়মিত উপস্থিতি ও মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

৬. নিরাপদ যাতায়াত, হোস্টেল ও পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থা

ছোট শিশুদের শারীরিক স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত কঠোর ও সচেতন।

সিসিটিভি নজরদারি পুরো বিদ্যাপীঠ এলাকা ২৪ ঘণ্টা সিসিটিভি নজরদারির আওতায় রাখা হয়েছে।

৭০ আসনের নিজস্ব বাস ঃশিশুদের নিরাপদ যাতায়াতের জন্য ৭০ সিটের সুসজ্জিত বাস সার্ভিস সক্রিয় রয়েছে।

সুরক্ষিত আবাসিক হোস্টেল ঃ দূরবর্তী শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে পরিচ্ছন্ন ও সার্বক্ষণিক তদারকিপূর্ণ হোস্টেল সুবিধা।

দুপুরের খাবার ঃ বিদ্যালয়ে শিশুদের পুষ্টির চাহিদা মেটাতে সুস্বাদু ও পুষ্টিকর দুপুরের খ াবার পরিবেশন করা হয়।

৭. সুদৃঢ় অভিভাবক-শিক্ষক মেলবন্ধন

সন্তানের প্রবৃদ্ধিতে অভিভাবকের মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত অভিভাবক-শিক্ষক সভার মাধ্যমে সন্তানের শিখন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং প্রতিটি পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়।

নবপ্রভা শিশু অঙ্গন বিশ্বাস করে-সু-শিক্ষা, নৈতিকতা, দেশপ্রেম ও মানবিকতা হলো একটি শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের সাফল্যের চাবিকাঠি। প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ মো. মুরসেলিম সেখের অনন্য উদ্যোগে ও শিক্ষকমণ্ডলীর সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টায় এই বিদ্যাপীঠ হয়ে উঠেছে আগামী দিনের আদর্শ নাগরিক গড়ার এক ভরসাস্থল।







Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 09-11-2026 21:12 Page 8

দীপাবলিতে রামবন্দনায় মগ্ন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার কানেরিয়া

দীপাবলির আনন্দে মাতলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার দানিশ কানেরিয়া। সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে দেশ-বিদেশের সকলকে আলোর উৎসবের শুভেচ্ছা জানালেন তিনি। পাশাপাশি তিনি স্মরণ করলেন শ্রীরামকে। রামায়ণের বাণীও উদ্ধৃত করেছেন প্রাক্তন এই লেগ স্পিনার। এক্স হ্যান্ডলে নিজের পোস্টে কানেরিয়া লিখেছেন, 'শ্রীরামের সমগ্র জীবন আমাদের এই শিক্ষাই দেয়, মানুষের প্রকৃত শক্তি তার ক্ষমতা বা প্রতাপে নয়, বরং ধর্ম, বিনয় ও দয়ার মধ্যেই তার আসল পরিচয়।' এর সঙ্গে 'রামো বিগ্রহবান্ ধর্মঃ' শ্লোকটি উল্লেখ করেন তিনি। অর্থাৎ, শ্রীরাম স্বয়ং ধর্মের মূর্ত প্রতীক। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ভক্তদের উদ্দেশে তাঁর শুভেচ্ছা, সকলের জীবন ন্যায়, ধর্ম ও সত্যের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠুক। পাকিস্তানের মতো দেশে সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবার থেকে উঠে এসে জাতীয় দলের জার্সি পরা যে সহজ ছিল না, তা একাধিকবার জানিয়েছেন কানেরিয়া। উইকেটকিপার অনিল দলপতের পর দ্বিতীয় হিন্দু ক্রিকেটার হিসাবে পাকিস্তানের জাতীয় দলের জার্সি পরেছিলেন তিনি। দেশের হয়ে ৬১টি টেস্ট খেলেছেন। ঝুলিতে রয়েছে ২৬১টি উইকেট। পাকিস্তানের টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে অন্যতম সফল লেগ স্পিনার তিনি। তবে একরাশ তিক্ত অভিজ্ঞতার সামনেও পড়েন তিনি। অবসরের পর একাধিকবার সেই আক্ষেপের কথা প্রকাশ্যে এনেছেন কানেরিয়া। প্রাক্তন সতীর্থ শোয়েব আখতারের বিস্ফোরক মন্তব্যের পর সামনে এসেছিল তাঁর সঙ্গে ড্রেসিংরুমে বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ। হিন্দু হওয়ার কারণে দলের কয়েকজন সতীর্থ তাঁর সঙ্গে একই টেবিলে বসে খেতেও চাইতেন না বলে অভিযোগ করেছিলেন তিনি।

সেই প্রতিকূলতা কানেরিয়ার ধর্মীয় বিশ্বাসকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। দীপাবলি, হোলি থেকে অযোধ্যায় রামমন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা, হিন্দুদের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে সোশাল মিডিয়ায় নিয়মিত নিজের মত প্রকাশ করেছেন তিনি। নিজ বিশ্বাসের কথা বলার জন্য তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে একাধিকবার হেনস্তার মুখেও পড়তে হয়েছে বলে জানা যায়। তবে ধর্মীয় পরিচয় এবং বিশ্বাস নিয়ে বরাবরই সরব কানেরিয়া। দীপাবলির শুভেচ্ছাবার্তাতেও সেই প্রমাণ দিলেন তিনি।



স্যান্ডপেপার-বিতর্কে খাজার পাশে দাঁড়ালেন ওয়ার্নার

প্রশ্ন তুললেন তদন্ত-প্রক্রিয়ায়

নয়াদিল্লিঃ ২০১৮ সালের স্যান্ডপেপার-গেট বিতর্ক নিয়ে উসমান খাজার সাম্প্রতিক মন্তব্যের পাশে দাঁড়ালেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার। তাঁর বক্তব্য, সত্যি সামনে আসা দরকার ছিল। বল বিকৃতি-কাণ্ডের তদন্ত যে ভাবে চালানো হয়েছিল, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। ইনস্টাগ্রামে ভিডিও পোস্ট করে খাজাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন ওয়ার্নার। তাঁর কথায়, আট বছর পর কেন বিষয়টি ফের উঠল, তা নিয়ে প্রশ্ন না তুলে বরং খাজার তোলা বিষয়গুলিতেই নজর দেওয়া উচিত। ওয়ার্নার বলেন, আট বছর হল আমি এ নিয়ে কথা বলিনি। আর উজ্জি (উসমান খাজা), আমি তোমার পাশে আছি। যা করেছ, তার জন্য ধন্যবাদ। তুমি যা বলেছ, তা ১০০ শতাংশ ঠিক। এখন সবাই সত্যিটা জানে। মানুষ জানতে চেয়েছিল, তুমি বলেছ। আর এখন মানুষ বলছে, 'আট বছর পরে কেন?' বই বিক্রির কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু এটা উসমানের গল্প। উসমান যা বিশ্বাস করে, সেটাই বলেছে। ২০১৮ সালের কেলেঙ্কারির পরের তদন্ত-প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তোলেন ওয়ার্নার। তাঁর অভিযোগ, কেমেরন ব্যানক্রফ্টের পাশে বসে থাকলে খাজাকে জিজ্ঞাসাবাদই করা হয়নি। ওয়ার্নারের কথায়, এই গোটা সাক্ষাৎকার-প্রক্রিয়া ছিল তাড়াহুড়োর, ভুলে ভরা। উজ্জি ক্যামেরন ব্যানক্রফ্টের পাশে বসেছিল, উজ্জিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। এটা কীভাবে পুরোদস্তুর তদন্ত? আমি অবাক হই। আমরা আঙুল তুলতে আসিনি, ক্ষত খুঁচিয়ে তুলতেও না। এটা জবাবদিহি ও স্বচ্ছতার ব্যাপার, নিশ্চিত করার ব্যাপার যে সত্যিটা ঠিকমতো খতিয়ে দেখা হয়েছে। হয়তো এবার সময় হয়েছে, জবাবদিহি চাওয়া মানুষটিকে নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তদন্তের



দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কাছে জবাব চাওয়ার। কেলেঙ্কারির প্রভাব নিজের পরিবারের উপর কেমন পড়েছিল, তাও জানান ওয়ার্নার। কয়েকদিন আগে তাঁর মেয়েরা ঘটনার উত্তর জানতে চাইলে তিনি তাদের সবটা বুঝিয়ে বলেছেন। ১২ বছরের মেয়ে আইভি জানতে চেয়েছিল, কেন ওঁকে জড়িয়ে ধরে রাখা হচ্ছিল, কেন এত ক্যামেরা ছিল, কেন ওঁরা টিভিতে কাঁদছিলেন। ওয়ার্নার বলেন, গত আট বছরে মিডিয়ায় বহু ভুল তথ্য ও বিবৃতি ছড়িয়েছে, আর অনেকে চুপ করে ছিলেন। কয়েকদিন ধরে আমি আমার মেয়েদের সঙ্গে কথা বলছি, তাই ভিডিও দিতে ক'দিন সময় লেগেছে, কারণ ওদের ঠিক কী ঘটেছিল, তা বলতে হয়েছে। তিনি এ-ও বলেন, কাজটা কঠিন ছিল। তবে আমি ওদের বলেছি, 'মেয়েরা, সত্যি বলো, কারণ মিথ্যে একদিন ঠিক বেরিয়ে আসে।' সময়টা খুবই কঠিন ছিল। এটা অস্ট্রেলিয়ার সবার জন্য। প্রশ্নটা সবাই করছিল। উজ্জি, তুমি যেমনটা ঘটেছে তেমনটাই বলেছ। ১০০ শতাংশ ঠিক। ওয়ার্নার স্বীকার করেন, তাঁর পরিবার এবং স্টিভ স্মিথ ও ব্যানক্রফ্টের পরিবারের জন্য এটি কঠিন সময় ছিল। তবে তাঁর কথায়, এই কথাগুলি সামনে আসা দরকার ছিল এবং খাজার মন্তব্যে তাঁর পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। এত দিন পর্যন্ত ২০১৮ সালের বল-বিকৃতি কেলেঙ্কারি নিয়ে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) এবং সংশ্লিষ্টদের বহু-প্রচলিত বিবরণ ছিল, স্টিভেন স্মিথ, ডেভিড ওয়ার্নার ও ক্যামেরন ব্যানক্রফ্টই কেবল এ জন্য দায়ী।

কোচেরা ভয় পায়' কোহলিকে কীভাবে কথা বলেছিলেন

জানালেন প্রাক্তন সহকারী কোচ

নয়াদিল্লিঃ অস্ট্রেলিয়া সফরে বারবার একই ভঙ্গিতে আউট হচ্ছিলেন বিরাট কোহলি। ড্রাইভ খেলতে গিয়ে অফ স্টাম্পের বাইরের বলে ব্যাটে বল লাগিয়ে ফেরা। সেই সময় ভারতের সহকারী কোচ ছিলেন রায়ান টেন ডেসকাটে। কোহলির মতো তারকার সঙ্গে ওই বিষয়ে কথা বলার আগে তাঁকে কতটা ভেবেচিন্তে এগোতে হয়েছিল, সেই পর্দার আড়ালের কাহিনি জানিয়েছেন তিনি। কোহলির টানা খারাপ ফর্মের সময় ভক্ত, বিশ্লেষক ও প্রাক্তন ক্রিকেটারেরা প্রশ্ন তুলছিলেন, কোচিং স্টাফ কি ওই প্রযুক্তিগত ত্রুটি সারাতে কিছু করছে? টকস্পোর্ট ক্রিকেট পডকাস্টে টেন ডেসকাটে বলেন, আধুনিক ক্রিকেটে 'প্লেয়ার পাওয়ার' ড্রেসিংরুমের সমীকরণ বদলে দিয়েছে। তাঁর মতে, তারকা ক্রিকেটাররা কঠিন সময়ে পড়লে বহু আন্তর্জাতিক কোচই হস্তক্ষেপ করতে দ্বিধা করেন। প্রাক্তন নেদারল্যান্ডস অলরাউন্ডারের কথায়, আমার মনে হয়, অনেক কোচ হস্তক্ষেপ করতে ভয় পান, কারণ তাতে মনে হতে পারে আপনি নিজের চাকরির যৌক্তিকতা দেখাতে চাইছেন, বা নাক গলাচ্ছেন, বা শুধু বলার জন্যই কিছু বলছেন। এমন হস্তক্ষেপ করতে হবে যা খেলোয়াড়কে সাহায্য করবে, বিভ্রান্ত করবে না, এই ভারসাম্য রাখা দরকার। কোহলির সঙ্গে ড্রাইভ নিয়ে ওই কথার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি কখনও এমন কোচ হতে চাই না, যে সঠিক কথা বলতে অন্যের মতামতকে ভয় পায়। অস্ট্রেলিয়ায় বিরাটের ড্রাইভ করতে গিয়ে ব্যাটে বল লাগিয়ে আউট হওয়ার সমস্যা নিয়ে একটা দারুণ গল্প আমি বলছিলাম। শেষমেশ চতুর্থ টেস্টে আমি গিয়ে কথা বলার চেষ্টা করি। আর ও ছিল চমৎকার! ও আসলে চাইছিল কেউ ওর সঙ্গে কথা বলুক। তবে এতে ঝুঁকির কথাও মেনেছেন তিনি। বিরাটের মতো খেলোয়াড়ের কাছে গিয়ে হস্তক্ষেপ করা, প্রায় সরাসরি ওকে দুষে দেওয়া, কোচের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে। শব্দচয়ন আর কীভাবে বলছেন, তা সঠিক হওয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক যুগে ক্ষমতা খেলোয়াড়দের দিকে সরে গিয়েছে, তাই অনেক কোচ বিষয়টি তুলতেই ভয় পান। কথোপকথনের খুঁটিনাটি নিয়ে টেন ডেসকাটে জানান, কার্যকর কোচিং মানে নিজের কথা চাপিয়ে দেওয়া নয়, খোলামেলা সংলাপ তৈরি করা। তাঁর কথায়, আপনাকে একমত হতে হবে না। হয়তো ও বলবে, 'আমি এই এই কারণে বলের উপর উঠে ড্রাইভ করতে চাই', ঠিক তা-ই হয়েছিল বিরাটের সঙ্গে। ও পরিষ্কার ব্যাখ্যা করেছিল কেন ওভাবে খেলতে চায়। তার পর আপনি ওর সেই ভাবনার চারপাশে কিছু বদল আনতে পারেন। ভুল সময়ে প্রযুক্তিগত সমালোচনার মানসিক ঝুঁকির কথাও বলেছেন তিনি, বিশেষ করে যখন ব্যাটারকে শীর্ষ মানের পেসের মুখোমুখি হতে হয়। তাঁর কথায়, সব সময় ঝুঁকি থাকে যে আপনি ওর মানসিক অবস্থা নড়বড়ে করে দিচ্ছেন। হয়তো ও খুব ভাল জায়গায় রয়েছে, আর আপনি বললেন, 'পুল মারার সময় তুমি বল থেকে চোখ সরিয়ে নিচ্ছ'। প্রযুক্তিগতভাবে হয়তো আপনি চান ও বলের দিকে আর একটু বেশি তাকাক, কিন্তু হঠাৎ ও পুল নিয়ে ভাবতে শুরু করল, আর মিচেল স্টার্কের সামনে গিয়ে খেলতে হবে। তখন ওটা বলার সময় নয়। কোহলির সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে তিনি জানান, বিষয়টি অনেক দিন ধরেই ঘুরছিল এবং সাহস সঞ্চয় করে ঠিকঠাক ভাবে বলাই ছিল আসল চ্যালেঞ্জ। আমার সৌভাগ্য, বিরাটের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভাল ছিল। ও এমন কেউ নয়, যার অনেক কোচিং দরকার।

আর একটা জিনিস সবচেয়ে চোখে লেগেছে, প্রতিবার আউটের ধরন এক। তাই আমি এ নিয়ে অনেক ভেবেছি, কীভাবে বলব ভেবেছি। আমি তো ওকে গিয়ে বলতে পারি না, 'মেট, তোমার কভার ড্রাইভ সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে।' তাই বৃষ্টির বিরতির সময় এমন সময় খুঁজে নিয়েছিলাম, যখন কথাটা খুব নরম ভাবে বলা যায়। আর ওর কৃতিত্ব, যেভাবে ও কথাটা নিয়েছে, তা চমৎকার আলোচনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত সিরিজের শেষ দিকে যে ফল আমরা চেয়েছিলাম, তা আসেনি।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।